দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 26 AUG 2007
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৮

ঢাবির ঘটনায় ২৮টি মামলায় আসামি ৮২ হাজার ঃ সবাই অজ্ঞাত

জাবি ও বিএল কলেজের ১৩শ ছাত্রের বিরুদ্ধে ৪টি মামলা দায়ের

॥ আবুল খায়ের ॥

গত সোমবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জিমনেসিয়াম মাঠে অপ্রীতিকর ঘটনাকে কেন্দ্র করে পুলিশসহ আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সঙ্গে ছাত্রদের একটানা ভোর ৪টা পর্যন্ত ব্যাপক সংঘর্ষ, ভাংচুর, অগ্নিসংযোগ, লাঠিচার্জ, কাঁদানে গ্যাস ও রাবার বুলেট ব্যবহার করা হয়। ভোর পর্যন্ত পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পারেনি। পরে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। পরদিন সকাল ১০টায় পুনরায় বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যাপক সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ে। এই সংঘর্ষ পরে রাজধানী ঢাকাসহ দেশব্যাপী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছড়িয়ে পড়ে। তৃতীয় দিনে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য কারফিউ জারি করা হয় এবং ছাত্র-ছাত্রীদের হল ত্যাগের নির্দেশ দেয়া হয়। গতকাল শনিবার উক্ত সংঘর্ষের ঘটনায় তিন ছাত্রকে গ্রেফতার করা হয়। এর আগে দু'জন শিক্ষক, একজন ওয়ার্ড (৪র্থ পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

ঢাবির ঘটনায় ২৮টি

(প্রথম পৃঃ পর)

কমিশনারসহ মোট ১৮ জনকে গ্রেফতার করা হয় গতকাল তিনজন ছাত্রকে নিয়ে গ্রেফতারের সংখ্যা ২১-এ দাঁড়াল। এছাড়া সন্দেহভাজন ৪২ জনকে আটক করা হয়েছে। গ্রেফতারকৃত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক ও জীব বিজ্ঞান অনুষদের ডীন অধ্যাপক আনোয়ার হোসেন ও শিক্ষক সমিতি সদস্য ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডীন অধ্যাপক হারুন-অর রশীদকে গতকাল জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ৪ দিনের রিমাণ্ডে নেয়া হয়েছে।

এদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১২ জন শিক্ষক সংঘর্ষে মদদদাতাদের সন্দেহভাজন তালিকায় রাখা হয়েছে বলে একটি গোয়েন্দা সূত্র জানায়। ইতিমধ্যে যৌথ বাহিনী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি ও কলা অনুষদের ডীন অধ্যাপক সদরুল আমিনের বাসায় তল্লাশি চালায়। ঐ সময় তিনি বাসায় ছিলেন না। তবে বেশ কিছুসংখ্যক শিক্ষক ক্যাম্পাসের বাসা ছেড়ে অন্যত্র অবস্থান করছেন বলে বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা যায়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও রাজধানীর অন্যান্য এলাকায় সংঘর্ষ ও ভাংচুরের ঘটনায় গতকাল পর্যন্ত ১২টি থানায় ২৮টি মামলা দায়ের করা হয়। অজ্ঞাত হিসেবে আসামী করা হয়েছে ৮২ হাজার ৩২৫ জনকে। উল্লেখ্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ৩০ হাজার।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩/৪ হাজার ছাত্র প্রথমে শাহবাগে ভাংচুর ও সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। এই দলটি আবার টিএসসি ও নীলক্ষেত এলাকায় গিয়ে ভাংচুর ও সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। অর্থাৎ একই ব্যক্তি তিন থেকে চার মামলার আসামী হয়েছে বলে পুলিশ সূত্র অনুমান করছেন। তাদের কেউ কেউ একাধিক মামলার আসামী হওয়ায় সংখ্যা ৮২ হাজার ৩২৫ জনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত ভিসি অধ্যাপক আফম ইউসুফ হায়দার বলেন, এই মামলায় অহেতুক কাউকে হয়রানি করা হবে না।

এদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তা কর্মী পরিচয়পত্র দেখানোর পরও হয়রানির শিকার হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। অনেক ছাত্র-ছাত্রী এখন আর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী হিসাবে পরিচয় দিতে সাহস পায় না।

সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের মতে, সংঘর্ষ ও মারামারিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩০ হাজার ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করেনি। গড়ে সবাই কেন নির্যাতনের শিকার হবে তারা এই বিষয়টি খতিয়ে দেখার আহ্বান জানিয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও রাজধানীর অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ঘটনায় গতকাল পর্যন্ত ২৮টি মামলা দায়ের করা হয়েছে। এরমধ্যে শাহবাগ থানায় ১০টি মামলা ও অজ্ঞাত আসামী ১৮ হাজার, নিউমার্কেট থানায় মামলা ৪টি ও অজ্ঞাত আসামী ১২ হাজার, রমনা থানায় মামলা ২টি ও আসামি ৬০০, মোহাম্মদপুর থানায় মামলা ১টি ও আসামী ৫ হাজার, গুলশান থানায় মামলা ২টি ও আসামী ২৪০০, ধানমন্ডি থানায় মামলা ৪টি ও আসামী ২০ হাজার, পল্টন থানায় ১টি মামলা ও আসামী ১৫ জন, কোতয়ালী থানায় ৪টি মামলা ও আসামী ২৫০০, সূত্রাপুর থানায় মামলা ২টি ও আসামী ৮০০। এর মধ্যে ৭৬ নম্বর ওয়ার্ড কমিশনার মকবুল ইসলাম খান টিপুকে গ্রেফতার করা হয়। মতিঝিল থানায় মামলা ১টি ও আসামী ৪, মিরপুর থানায় মামলা ২টি ও আসামী ৬০০, কামরাঙ্গীরচর থানায় মামলা ১ ও আসামী ৬০০০।

এই ব্যাপারে পুলিশের আইজি নূর মোহাম্মদ বলেছেন, গ্রেফতারকৃতদের স্বীকারোক্তি ও ঘটনার সময় ভিডিও ফুটেজ দেখে জড়িতদের সনাক্ত করার প্রক্রিয়া চলছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা থেকে গতকাল ৩ ছাত্রকে গ্রেফতার করা হয়েছে। গ্রেফতারকৃতরা হলো সপ্তম দেবনাথ, জাহিদ ও রহিম।

বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সংবাদদাতা জানান, শনিবার ভোর রাতে নীলক্ষেত আবাসিক এলাকা থেকে যৌথ বাহিনীর সদস্যরা জাহিদ ও রহিম নামের দুই ছাত্রকে গ্রেফতার করে। সকাল সাড়ে ১০টার সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলের সামনে থেকে সপ্তম দেবনাথকে গ্রেফতার করে যৌথ বাহিনী। সপ্তম জগন্নাথ হলের আবাসিক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের এমবিএ শেষ বর্ষের ছাত্র। হল থেকে প্রয়োজনীয় জিনিস নিয়ে আসার পথে তাকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারকৃতদের শাহবাগ থানায় রাখা হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পয়েন্টে গতকাল যৌথ বাহিনীর সদস্যদের টহল দিতে দেখা গেছে। রাজধানীর বিভিন্ন এলাকা থেকে গ্রেফতারকৃতরা হলেন আশিকুল ওরফে আতিক, রোকনউদ্দিন, হারুন অর রশীদ, শামীম, আকাশ, লালন, তুনো, সবুজ, ফরিদ, খন্দকার, সজিব। বাকি তিনজনের নাম পাওয়া যায়নি।

জাবির ঘটনায় মামলা

সাভার সংবাদদাতা ঃ গত বুধবার জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের সংঘর্ষ এবং জ্বালাও-পোড়াওর ঘটনায় সাভার ও আশুলিয়া থানায় ৫ শতাধিক শিক্ষার্থীকে আসামি করে পৃথক দু'টি মামলা দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ বাদি হয়ে মামলা দু'টি দায়ের করে।

আশুলিয়া থানা সূত্রে জানা যায়, গত বুধবার সকাল ১১টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেইরি গেট এলাকায় শিক্ষার্থীরা পুলিশের ওপর হামলা করে। শিক্ষার্থীদের হামলায় ঐদিন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার নজমুল হোসেন, এএসপি মতিউর রহমান, আশুলিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কামরুল ইসলামসহ প্রায় ২০ জন পুলিশ আহত হয়। শিক্ষার্থীরা ঐদিন প্রায় ৬ ঘণ্টা ঢাকা-আরিচা মহাসড়ক অবরোধ করে রাখে। সন্ধ্যায় বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের মীর মোশাররফ হোসেন হল গেটে একটি যাত্রীবাহী বাস ভাংচুর করে তাতে আগুন ধরিয়ে দেয়। এ সকল ঘটনায় আশুলিয়া থানা পুলিশ এবং সাভার থানা পুলিশ বাদি হয়ে পৃথক দু'টি মামলা দায়ের করে। মামলার এজাহারে বলা হয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরাও আইন-শৃংখলা ভঙ্গ করে এবং সরকারি ও বেসরকারি সম্পদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি সাধন করে। আশুলিয়া থানায় দায়ের করা মামলায় বিশ্ববিদ্যালয়ের অজ্ঞাতনামা ৫ শতাধিক শিক্ষার্থীকে আসামি করা হয়েছে। অপরদিকে গাড়িতে আগুন দেয়া ও ভাংচুরের অভিযোগে সাভার থানায় ২ শতাধিক অজ্ঞাত শিক্ষার্থীকে আসামি করে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

মামলার ব্যাপারে থানায় যোগাযোগ করা হলে পুলিশ জানায়, পুলিশ বাদি হয়ে মামলা দায়ের করেছে এবং মামলার আসামিরা অজ্ঞাতনামা শিক্ষার্থী।

খুলনা অফিস ॥ নগরীর বিএল কলেজে ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষের ঘটনায় পৃথক দু'টি মামলা দায়ের হয়েছে। শুক্রবার রাতে দৌলতপুর থানার এসআই আমিনুল হক বাদি হয়ে অজ্ঞাতপরিচয় ৫/৬শ' ছাত্রকে আসামি করে দৌলতপুর থানায় মামলা দায়ের করেন। মামলার এজাহারে বলা হয়েছে, গত বুধবার বিএল কলেজের ছাত্ররা পুলিশের উপর হামলা ও ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করে। এতে খুলনা মেট্রোপলিটন পুলিশের ডেপুটি কমিশনার (নর্থ) লুৎফর রহমান মন্ডল ও দৌলতপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ফজলুর রহমানসহ বেশ কয়েকজন পুলিশ আহত হয়। অপরদিকে বুধবার নগরীর দৌলতপুরে ওয়েস্টজোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানির (ওজোপাডিকো) একটি মিনি ট্রাক ভাংচুরের অভিযোগে শুক্রবার রাতে একই থানায় ওজোপাডিকো'র সহকারি পরিচালক আব্দুর রউফ বিএল কলেজের অজ্ঞাতপরিচয় ছাত্রদের অভিযুক্ত করে মামলা দায়ের করেন। তবে গতকাল শনিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত পুলিশ কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি।